ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 144 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৪৪ ● কলকাতা ● ১৪ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ২৯ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

“খুনের ছক সম্পাদককে ঘিরে?” দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আতঙ্কে সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ফের তীব্র হচ্ছে আতঙ্ক। অভিযোগ, দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন করে খুনের ষড়যন্ত্র। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, জমি দখলের চেষ্টা, প্রাণনাশের হুমকি এবং ধারাবাহিক ভয়ভীতির অভিযোগ তুলে আসা এই সম্পাদককে ঘিরে এলাকায় এখন চরম উদ্বেগের পরিবেশ।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, “সরকার বদলেছে, পতাকা বদলেছে, কিন্তু ভয় বদলায়নি।” বরং যাঁদের বিরুদ্ধে অতীতে দখলদারি, ভয় দেখানো ও সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছিল, তাঁরাই এখন নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ।

গ্রামের চায়ের দোকান থেকে বাজারের মোড়— সর্বত্র এখন চাপা গুঞ্জন, “সম্পাদককে চুপ করানোর চেষ্টা চলছে।” স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্নীতি, সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক মদতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ করায় বহুদিন ধরেই টার্গেট করা হচ্ছিল মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে। অভিযোগ, তাঁকে একাধিকবার ভয় দেখানো হয়েছে, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টা হয়েছে, এমনকি জমি দখলেরও চাপ তৈরি করা হয়েছে।

সম্প্রতি পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে বলে দাবি পরিবারের। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পাদককে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয়দের বক্তব্য, ভোট-পরবর্তী অশান্তির সময়েও তাঁর বাড়ি হামলার মুখে পড়ে। অভিযোগ, ভাঙচুর, লুটপাট এবং আগুন লাগানোর চেষ্টাও হয়েছিল। যদিও একাধিক অভিযোগ দায়েরের পরেও মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কঠোর ব্যবস্থা হয়নি বলে দাবি পরিবারের।

সম্পাদকের ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, “তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেননি। সত্যিটা লিখেছেন বলেই বারবার আক্রমণের মুখে পড়ছেন। একজন সম্পাদক হিসেবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তাই তাঁকে চুপ করানোর চেষ্টা চলছে।”

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে নিরাপত্তা নিয়ে। অভিযোগ, প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাননি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। জানা গিয়েছে, প্রশাসনের উচ্চস্তরে একাধিকবার লিখিত আবেদন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছেও নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে বলে স্থানীয় মহলে আলোচনা রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়েনি।

এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, “যদি একজন সম্পাদক নিরাপত্তা না পান, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? তাহলে কি সত্যিই আইনের শাসন আছে?”

অভিযোগ আরও গুরুতর, কারণ স্থানীয়দের দাবি— কিছু রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আশ্রয়েই সমাজবিরোধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে। যদিও এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা। তবে বিরোধী মহলের অভিযোগ, রাজনৈতিক ছত্রছায়া ছাড়া দিনের পর দিন এই ধরনের ভয়ভীতি ও দখলদারি চালানো সম্ভব নয়।

গ্রামবাংলার বহু মানুষের মতে, “দলবদল” এখন এক ভয়ঙ্কর সামাজিক বাস্তবতা। গতকাল যারা এক দলে ছিল, আজ তারা অন্য দলে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের বিচার হয় না। ফলে সাধারণ মানুষ বারবার একই অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন।

এক যুবকের কথায়, “আগে যারা এক দলের নাম করে ভয় দেখাত,

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 303

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমিই মূর্খ ছিলাম যে বুঝতে পারছিলাম না। আমি আগত সময়ের প্রতীক্ষা করাই উচিত ভাবলাম কারণ তাই-ই (সময়ই) আগের রাস্তা বলতে পারত। সেইজন্যে আমি আগত সময়েরই প্রতীক্ষা করার নির্ণয় নিলাম। কারণ গুরুদেবেরই ইচ্ছা ছিল যে যা কিছু ভেতরে আছে, তা বাইরে আসে এবং আমার দ্বারা অনেক জন পর্যন্ত তা পৌঁছে। **ক্রমশঃ**

লক্ষ্মীবারেই খুলে গেল 'অন্নপূর্ণা যোজনার' পোর্টাল, প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পালাবদলের টার্নিং পয়েন্ট ছিল অন্নপূর্ণা যোজনা। এই প্রকল্পে রাজ্যের মহিলারা মাসিক ৩ হাজার টাকা পাবেন। বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। এবার তা বাস্তবায়িত করল বিজেপি সরকার। একদিন আগেই অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।তাছাড়া সরকারি যেসব অফিসার অন্নপূর্ণা যোজনার বিষয়টি দেখভাল করবেন তাঁরা সরকার প্রদত্ত লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তথ্য অ্যাকসেস করতে পারবেন। প্রয়োজনে পাসওয়ার্ড বদল করারও সুবিধা রয়েছে। আর উপভোক্তাদের জন্য দুটি অপশন রাখা হয়েছে। এক, ডাউনলোড করা যাবে অন্নপূর্ণা যোজনা ফর্ম। দুই, ফর্ম জমা দেওয়ার পর তার কাজ কতদূর হয়েছে সেটা জানার জন্য অ্যাপ্লিকেশন ট্র্যাকিং অপশন দেওয়া হয়েছে। সবার আগে ওয়েবসাইটটি ওপেন করতে হবে। তখন ডানদিকে তিনটি অপশন দেখতে পাবেন। তিনটি অপশন তিনটি ভাষার জন্য। প্রথম ইংরেজি ভাষার ফর্ম ডাউনলোড হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপশন থেকে যথাক্রমে বাংলা ও হিন্দি ভাষার ফর্ম ডাউনলোড হবে। ক্লিক করলেই ডাউনলোড হবে ফর্ম। বৃহস্পতিবার চালু হয়ে গেল অন্নপূর্ণা যোজনার পোর্টাল। এভাবেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মহিলাদের অতি দ্রুত এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এখন অনেক মহিলাই ওই ফর্ম নিয়ে আলোচনা করছেন। ১২ পাতার ফর্ম কেমন করে পূরণ করবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে বৈঠক। আর তার মধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনার পোর্টাল চলে এল সামনে। আজ লক্ষ্মীবারেই সামনে নিয়ে আসা হল পোর্টালটি। সেখানে ইতিমধ্যেই মহিলারা ঢুকে পড়েছেন ফর্ম পূরণ করতে। কারণ সকলের কাছেই আছে স্মার্ট ফোন। মহিলাদের অনেকেই এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আর এখন অনলাইনে ফর্ম পূরণ করতে পেরে খুশি মহিলারা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারিভাবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ঘোষণার সঙ্গেই জানিয়ে দেন অনলাইনেও এই প্রকল্পের ফর্ম পাওয়া যাবে। সেই কথা যে এত দ্রুত রাখবেন তিনি তা কেউ ভাবতেও পারেননি। যাঁরা স্থানীয় কোনও সরকারি দফতর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারবেন না তাঁদের জন্য ফর্ম ডাউনলোডের ব্যবস্থা রয়েছে এই পোর্টালে। ফর্ম ডাউনলোড করে সঠিকভাবে ফিলআপ করে এখন জমা করতে পারবেন নির্দিষ্ট দফতরে। অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল চালু করা হয়েছে। যার নাম-অন্নপূর্ণা যোজনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পোর্টালের ইউআরএল- https://socialsecurity.wb.gov.in/login#। এই পোর্টালটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি অফিসারদের ব্যবহারের জন্য এবং অন্য একটি অংশ উপভোক্তাদের জন্য।

স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে তৃণমূল নেতা বনিকে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজপুরে তৃণমূলের যুব নেতা বনিকে গ্রেফতারির পর এবার এলাকায় ভয়ের পরিবেশ কমাতেই পুলিশ কোমরে দড়ি বেঁধে, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি ও হাফ প্যান্ট পরিয়ে অভিযুক্ত বনিকে বিজপুর বিধানসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নিয়ে ঘোরায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।বিজেপি নেতা অর্জুন সিং-এর সঙ্গে বনির প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। সেই ভিডিওতে অর্জুন সিংকে হুমকি দিতেও শোনা গিয়েছিল বলে অভিযোগ। এদিন বনিকে এলাকায় ঘোরানো হলে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন। বহু মানুষের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ বনির দাপটে আতঙ্কে ছিল। পুলিশের এই পদক্ষেপে এলাকায় স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অনেকে। অভিযুক্তকে দেখে বহু মানুষ রাস্তায় ভিড় জমান এবং "চোর চোর" স্লোগান তুলতে শোনা যায়।

জানা গিয়েছে,এলাকার পরিচিত যুব নেতা এবং তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতির পদে ছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, কিছুদিন আগেই মন্দারমনি থেকে তাকে অস্ত্র আইন সহ তোলাবাজি সহ বেশ কিছু অভিযোগে গ্রেফতার করে বিজপুর থানার পুলিশ। পরে

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের পর সেই শওকতেরই সুরক্ষা প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূল নেতার জীবন আমূল বদলে গিয়েছে। কেউ গা ঢাকা দিয়েছেন, কেউ কেউ আবার দলের বিরুদ্ধে 'ফোঁস' করেছেন। এমনকী দাপুটে তৃণমূল নেতারাও রীতিমতো ঘরবন্দি করেছেন নিজেদের। একে একে হারিয়েছেন নিরাপত্তা বলয়। এবার ক্যানিংয়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা শওকত মোল্লার সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়া হল। উল্লেখ্য, নির্বাচনের

আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙড়ে সভা করতে এসে বলেছিলেন, ''শওকতের নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদি ওর নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয় তাহলে আমার নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে শওকতকে নিরাপত্তা দেব।'' তা নিয়েও নির্বাচন রাজনীতিতে কম চর্চা হয়নি। আর ভাঙড় থেকে ভোটে হারতেই নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই শওকত মোল্লার সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নেওয়া হল। বারুইপুর জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, শওকত মোল্লা যেহেতু বিধায়ক হননি, তাঁর অন্য

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ভোটের পর সেই শওকতেরই সুরক্ষা প্রত্যাহার

কোনও পদও নেই, তাই তাঁর আপাতত কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে না। এতদিন শওকত মোল্লাকে যাঁরা নিরাপত্তা দিতেন, তাঁরা সকলেই বারুইপুর পুলিশ জেলায় গিয়ে কাজে যোগদান করেছেন।ছাব্বিশের ভোটে তিনি ছিলেন ভাঙড়ের প্রার্থী। আইএসএফের নওশাদ সিদ্দিকির কাছে হারের পর থেকে শওকতকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এরপর নতুন সরকারের আমলে তাঁর যাবতীয় সুরক্ষা প্রত্যাহার করা হল। তাতে তিনি নিরাপত্তহীনতায় ভুগছেন বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন।

একসময়ে ভাঙড়ের প্রয়াত সিপিএম নেতা তথা বাম আমলে রাজ্যের মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার শিষ্য ছিলেন ক্যানিংয়ের শওকত। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল জমানা শুরুর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দেন শওকত। তারপর থেকেই একাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকতেন শওকত মোল্লা। ধাপে ধাপে বেড়েছিল তা নিরাপত্তা। একদিকে যেমন দলীয় দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনই বেড়েছে তাঁর নিরাপত্তার বহর। পরবর্তীতে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ছিল শওকতের। কলকাতা পুলিশ এবং জেলা পুলিশের দুটি পাইলট দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ছিল ২৪ জন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী।

একসময়ে ভাঙড়ের প্রয়াত সিপিএম নেতা তথা বাম আমলে রাজ্যের মন্ত্রী আবদুর রেজ্জাক মোল্লার শিষ্য ছিলেন ক্যানিংয়ের শওকত। ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল জমানা শুরুর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলে যোগ দেন শওকত। তারপর থেকেই একাধিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকতেন শওকত মোল্লা। ধাপে ধাপে বেড়েছিল তা নিরাপত্তা। একদিকে যেমন দলীয় দায়িত্ব বেড়েছে, অন্যদিকে তেমনই বেড়েছে তাঁর নিরাপত্তার বহর। পরবর্তীতে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ছিল শওকতের। কলকাতা পুলিশ এবং জেলা পুলিশের দুটি পাইলট দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। ছিল ২৪ জন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী। বুধবার রাতে তা পুরোপুরি তুলে নেওয়া হয়েছে।

(২ পাতার পর)

স্যান্ডো গেঞ্জি পরিয়ে ও কোমরে দড়ি বেঁধে তৃণমূল নেতা বনিকে রাস্তায় হাঁটাল পুলিশ

ব্যারাকপুর আদালত তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এদিন পুলিশি হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাকে এলাকায় নিয়ে আসা হলে বনি দাবি করেন, "যারা চুরি করেছে তারা পালিয়ে গিয়েছে। আমি চুরি করিনি বলেই এখনও এখানে আছি।" পাশাপাশি তিনি এই ঘটনায় কমল অধিকারীর নামও উল্লেখ করেন। স্থানীয় সূত্রে দাবি, ২০২৩ সাল থেকেই এলাকায় বনির দাপট ছিল। অভিযোগ, রেলের একটি কোয়ার্টার দখল করে সেটিকেই নিজের আস্তানা বানিয়েছিল সে। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে সেখানে এসি, ফ্রিজ চালানো হত বলেও অভিযোগ ওঠে। এমনকি ওই বাড়িতে দুটি বিদেশি কুকুরও রাখা ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।

তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আচমকা সিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিকেল ৩টে নাগাদ আচমকাই চৌরঙ্গির তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পৌঁছে যান রাজ্য পুলিশের সিআইডি গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। সইটি আদৌ তাঁর কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে

হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের চৌরঙ্গির পরাজিত বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ পাঠক বলেন, "নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় আর ওঁর স্বামীর নামে অনেক অভিযোগ আছে। সই নিয়েও দু'নম্বরি করতে পারে।" নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, সইয়ের মতো

এরপর ৬ পাতায়

নতুন রীতি মেনে ব্রিগেড ময়দানে ঈদে নমাজ পাঠ করলেন সংখ্যালঘুরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঈদের দিন ভিন্ন ছবি দেখা গেল শহরের রাস্তায়। বেশ কয়েক দশক পরে ঈদের নমাজ সরেছে রেড রোড থেকে। এদিন নমাজ হয়েছে ব্রিগেড ময়দানে। বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক চর্চা। সেই আবহেই নিয়ম মেনে কলকাতার রেড রোডের বদলে নমাজ পড়া হয়েছে ব্রিগেড ময়দানে।নমাজ শেষে শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দেন ইমামরা। দেশের শান্তি, রাজ্যের উন্নতি এবং সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বহু মানুষ সরকারের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। তাঁদের মতে, শহরের যানজট কমাতে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে। সকাল থেকে নমাজ ঘিরে ব্রিগেড এলাকায় ছিল উৎসবের আবহ। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে জল ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রশাসনের যুক্তি ছিল, রেড রোডে নমাজের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে যান চলাচল বন্ধ রাখতে হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে এবং শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তাই এবার ঈদের নমাজের জন্য

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, হোল্ডিং সেন্টারে 'বিদেশি' অতিথিদের জন্য চব্য-চষ্য মেনু

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের ডিটেক্ট, ডিলিট, ডিপোর্ট করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলার নয়া বিজেপি সরকার। কদিন আগেই এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। আর রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরকে এই কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যাঁরা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ পথে চলে এসেছেন এবং মায়ানমার থেকে যেসব রোহিঙ্গারা ধরা পড়বেন তাঁদের জন্য প্রত্যেক জেলায় হোল্ডিং সেন্টার করা হচ্ছে।তাছাড়া রান্নার জন্য স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর মহিলারা কাজ করছেন। চারবেলা দেওয়া হচ্ছে খাবার। বড়দের রুটি, ভাত। মাছ, মাংস, ডিম-সবই ব্যবস্থা করা হয়েছে। হোল্ডিং সেন্টার করা হয়েছে ইংলিশবাজারের বাগবাড়ির চন্দনপার্কে। হোল্ডিং সেন্টারে তিনজন পুলিশ আধিকারিক, এক ডজন পুলিশ কর্মী এবং একাধিক সিভিক ভলান্টিয়ার। সেখানে থাকছেন সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরাও। বসানো হয়েছে হ্যালোজেন লাইট এবং সিসি ক্যামেরা। এখানে এখন তিন মহিলা, ৬ শিশু ও বালক-সহ ৯ জন।এই হোল্ডিং সেন্টারে রেখে 'বিদেশি' নাগরিকদের আতিথেওতা করা হবে বলে কথা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সেটাই দেখা গেল।

'বিদেশি' হলেও আতিথেওতায় যেন কোনও খামতি না থাকে। অতিথি দেব ভব-এই নীতি মেনেই এবার বিদেশি নাগরিকদের জন্য এলাহি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চব্য-চষ্য মেনু তৈরি করা হয়েছে। আর নানা পদ তুলে ধরা হচ্ছে। হোল্ডিং সেন্টার বিদেশিদের অতিথি নিবাস হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক ঘরে রয়েছে সিলিং ফ্যান। খাওয়াদাওয়ার মেনুতে রাখা হয়েছে-মাছ, মাংস, ডিম, সরু চালের ভাত, দেশি গমের রুটি। আর শিশুদের দেওয়া হচ্ছে চারবেলা দুধ, বেবি ফুডও। এমনকী নতুন পোশাকও দেওয়া হয়েছে। স্নান করতে সুগন্ধি সাবান, শ্যাম্পুও রয়েছে। মালদার হোল্ডিং সেন্টারে এই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিক অবৈধ পথে এসে এপারে থাকবে কেন? এই প্রশ্ন বহুদিন ধরে উঠতে শুরু করেছে। আর তারা এখানে এসে সব ব্যবস্থা ভোগ করছে। তার জেরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সুযোগ-সুবিধা কম পাচ্ছেন বা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাই অবৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে আসা নাগরিকদের এখন ফেরত পাঠাবার পালা। কিন্তু তাদের জন্য খাওয়া-দাওয়া এবং নানা ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। পেট ভরে খাইয়ে, পোশাক দিয়ে আনন্দের সঙ্গে বাংলাদেশে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার সে কথাও রাখলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই বিষয়ে মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, 'হোল্ডিং সেন্টারে যাঁরা থাকছেন তাঁদের থাকা-খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলার পুলিশ প্রশাসন সব বন্দোবস্ত করেছে।'

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(উনিশতম পর্ব)

করেন। কিন্তু শিব ও চণ্ডীর পরমভক্ত চাঁদ সদাগর তাঁর পূজা করতে অস্বীকার করেন।আজকের সমাজের কেউ যদি নিজেকে সত্য এবং মিথ্যার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেটি অস্বীকার করে, অপমানিত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবকিছু সইতে হয় তাকে। তেমনি মনসা দেবীর পূজা পাওয়ার জন্য অপমানিত হতে হয়েছিল চাঁদ সওদাগরের কাছে।মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় ,সে তখন ঘুরে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনি মনসা-দেবী দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নতুন রীতি মেনে ব্রিগেড ময়দানে ঈদে নমাজ পাঠ করলেন সংখ্যালঘুরা

নির্ধারণ করা হয়েছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে এবং নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই সেখানে নমাজের আয়োজন করা হবে। সেইমতো এদিন সকালে পবিত্র নমাজ অনুষ্ঠিত হয় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। ভোর থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। নমাজে অংশ নিতে হাজির হন হাজার হাজার মানুষ। ধর্মীয় আবেগ, উৎসবের আনন্দ এবং শান্তির বার্তায় মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে ছিল কড়া নজরদারি। পুরো ব্রিগেড ময়দান এবং সংলগ্ন এলাকাকে কার্যত পুলিশি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী, র‍্যাফ, কুইক রেসপন্স টিম এবং সাদা পোশাকের পুলিশকর্মী। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক উস্কানি বা অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রবেশপথে বসানো হয়েছে একাধিক চেকিং পয়েন্ট। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে গোটা এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হয় বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজরদারি চালান।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন । তিনি তাকে বর চাইতে বললেন । শনি দেব তখন বললেন ওহে ভগবান , আমার শুভ দৃষ্টি পড়লে যেমন কারো ধন সম্পত্তি ঘর সন্তান ইত্যাদি সুখি ও সম্পন্ন হয় তেমনি কু দৃষ্টি পড়লে **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ক্ষমতায় আসার পর এখনও পর্যন্ত বিএসএফ-কে ১৪২ একর জমি হস্তান্তর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ক্ষমতায় এসেই সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-কে জমি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিএসএফ-কে মোট ১৪২.৭৯ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে বলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছেন তিনি। ওই জমিতে দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং বিএসএফের নতুন আউটপোস্ট (সীমান্ত চৌকি) তৈরি করা হবে। কোন জেলায় ঠিক কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে, বুধবার রাতে তা-ও নিজের ফেসবুক হ্যান্ডলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সবচেয়ে বেশি জমি দেওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদেই।শুভেন্দু আরও জানিয়েছিলেন ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের কাজ করতে হবে, ভূমি ও রাজস্ব সচিব এবং মুখ্যসচিবকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ বার বিএসএফ-কে কতটা জমি দেওয়া হয়েছে, তা তুলে ধরলেন তিনি।সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু লিখেছেন, ''সীমান্ত সুরক্ষায় আরও নিবিড় পদক্ষেপ গ্রহণ করল বর্তমান রাজ্য সরকার।'' তার পরেই তিনি লিখেছেন, ''প্রাথমিক পর্বের পর আবারও বিএসএফ-কে নতুন পর্যায়ে জমি হস্তান্তর করায় মোট হস্তান্তরিত জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১৪২.৭৯ একর। এই জমিতে বিএসএফ আউটপোস্ট ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের ফলে সীমান্ত এলাকা আরও সুরক্ষিত হবে।'' একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, রাজ্য সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৪৫ দিনের মধ্যে মোট ৬০০ একর জমি হস্তান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে এই পদক্ষেপ 'একটি বিশেষ মাইলফলক' বলে লিখেছেন শুভেন্দু।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া জেলাভিত্তিক খতিয়ান অনুযায়ী, রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ— সর্বত্রই এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলেছে। যার মধ্যে মুর্শিদাবাদে সর্বোচ্চ ৩৮.৮০৫ একর এবং জলপাইগুড়িতে ৩৫.১৬৫ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও কোচবিহারে ২২.৯৫ একর, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২০.১৭০১ একর, মালদহে ১০.৯০ একর, দার্জিলিঙে ৮.৮১৫ একর, উত্তর দিনাজপুরে ২.৮৪ একর, উত্তর ২৪ পরগনায় ২.৬ একর এবং নদিয়ায় ০.৫৫ একর জমি বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

কয়েক দিন আগেই নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাকে সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয় জমি দেওয়া হচ্ছে। এটা সূচনা হল। রাজ্যের দেশপ্রেমিক জনগণ এবং আমাদের দক্ষ আধিকারিকেরা কিছু দিনের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করবেন এবং সহযোগিতা করবেন। পূর্বতন সরকারকে কটাক্ষ করে তিনি জানিয়েছিলেন, ভারতের মোট ৪০০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ২২০০ কিলোমিটার। দেশের বাকি রাজ্যগুলিতে বিএসএফ-এর চাহিদা মতো জমি দেওয়া হলেও, এই রাজ্যে ২২০০ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র ১৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতার রয়েছে। বাকি ৬০০ কিলোমিটারে কাঁটাতার দেওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার চাইলেই আগে এই জমি দিতে পারত, কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে তুষ্টিকরণের জন্য দেওয়া হয়নি।

(১ম পাতার পর)

“খুনের ছক সম্পাদককে ঘিরে?
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আতঙ্কে সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার, প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

এখন তারা অন্য দলের নাম করছে। কিন্তু গ্রামের মানুষের ভয় তো একই রয়ে গেছে।”

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকায় রাজনৈতিক পরিচয় এখন ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আর তারই ফল হিসেবে স্বাধীন মতপ্রকাশকারী মানুষ, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিকরা ক্রমশ চাপে পড়ছেন।

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনাকে ঘিরে এখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং গ্রামীণ নিরাপত্তা— এই তিনটি প্রশ্ন একসঙ্গে সামনে এসেছে। একজন সম্পাদক যদি নিজের জীবন নিয়ে আতঙ্কে থাকেন, তাহলে তা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই মনে করছে নাগরিক সমাজের একাংশ।

অন্যদিকে স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, জমি দখলকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রভাবশালী মহলের মদতে তাঁর পৈতৃক ও বৈধ জমির উপর দখলের চেষ্টা চলছে বলেও দাবি উঠেছে। যদিও প্রশাসনের তরফে এই অভিযোগের কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

এখন এলাকার মানুষের প্রশ্ন একটাই— বাংলায় কি সত্যিই সাধারণ মানুষ নিরাপদ? নাকি রাজনৈতিক ছায়ার আড়ালে ভয় ও সন্ত্রাসের সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে?

গ্রামের এক গৃহবধূর কথায়, “আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই। সাংবাদিক যদি নিরাপদ না থাকেন, তাহলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হবে?”

রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভাষ্য যখন চারদিকে, তখন মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জীবনসংগ্রাম যেন গ্রামবাংলার এক গভীর বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। যেখানে সরকার বদলায়, পতাকা বদলায়, স্লোগান বদলায়— কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভয় আর অনিশ্চয়তা একই থেকে যায়।

আর সেই কারণেই এখন প্রশ্ন আরও জোরালো— একজন সম্পাদককে ঘিরে যদি খুনের আশঙ্কা তৈরি হয়, তারপরেও যদি নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তাহলে গণতন্ত্রের ভিত কতটা নিরাপদ?

ইদের ঢাকায় কুরবানির সময় জখম শতাধিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশেষত বকরি ইদের সময়। হতাহতের খবর আসে। তারপরও বিষয়টি নিয়ে কারও হেলদোল নেই। বৃহস্পতিবারও বকরি ইদের দিন কুরবানির পশু জবাই করতে গিয়ে জখম হলেন শতাধিক। তাঁদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, পঙ্গু হাসপাতাল-সহ বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে পদ্মাপাড়ের জেলা ফরিদপুরের ভাঙ্গায় ভাগে কেনা গরু কুরবানির মাংস মসজিদ এলাকায় বসে ভাগ করা হবে, নাকি বাড়িতে বসে ভাগ করা হবে, এই নিয়ে সংঘর্ষে ২০ জন জখম হয়েছেন।প্রতিবছর ইদুল আজহায় কুরবানির সময় এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেও

এবারের ঘটনায় আহতের সংখ্যা বেশি, জানয়েছেন চিকিৎসা কর্মীরা। ইদের দিনে কোরবানির আনন্দের পাশাপাশি এই ধরনের দুর্ঘটনা নগরবাসীর জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষজ্ঞরা সাধারণত কুরবানির সময় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন, যাতে ধারালো অস্ত্র ব্যবহারে সাবধানতা, পশুর আচরণ সম্পর্কে সচেতনতা এবং নিরাপদ পরিবেশে জবাই কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। ঢাকার কুরবানির গরুর লাথি, শিংয়ের গুঁতা খেয়ে এবং মাংস কাটাকাটির সময় জখম হয়েছেন অনেকে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে ৮০ জন জখম ব্যক্তি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে অনেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। গুরুতর আহত ২০ জনকে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ইদের আনন্দের দিনে এমন বিপুল সংখ্যক মানুষের আহত হওয়ার ঘটনায় হাসপাতাল এলাকায় চাপ তৈরি হয়। আহত ব্যক্তিরা রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আসেন। এর মধ্যে রয়েছে পুরান ঢাকার নারিন্দা, ওয়ারি, লালবাগ, কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, চকবাজার, হাজারিবাগ, বংশাল, সবুজবাগ, উত্তরা, বাড্ডা, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, মিরপুর ও পল্লবী-সহ বিভিন্ন এলাকা।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. কলিন্স মল্লিক জানান, অনেকেই প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। তবে গুরুতর আহত কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, অধিকাংশই কুরবানির পশু জবাই ও মাংস কাটাকাটির সময় বিভিন্ন ধরনের অসাবধানতার কারণে আঘাত পেয়েছেন। কেউ গরুর লাথি ও শিংয়ের আঘাতে আহত হয়েছেন, আবার কেউ মাংস কাটতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাত পেয়েছেন। এসব দুর্ঘটনায় হাত-পা কেটে যাওয়া, কাটা-ছেঁড়া এবং অন্যান্য আঘাতজনিত সমস্যা দেখা দেয়।

তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বাড়ি থেকে অস্ত্র উদ্ধার তারকেশ্বরে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, তারকেশ্বর হুগলি

হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বালিগুড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মীর বাড়ি থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তের নাম সিকন্দর সাউ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারকেশ্বর থানার পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ওই অস্ত্র উদ্ধার করে। এলাকায় অভিযুক্তের যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে জানা গেছে। বিশেষ করে তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দ্র সিংহ রায়ের একান্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে তার পরিচয় ছিল এলাকায়। ঘটনায় পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

(৩ পাতার পর)

তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আচমকা সিআইডি

সামান্য কারণে নয়নাকে হেনস্থা করা হচ্ছে।সেই মামলাটিই সিআইডিতে হস্তান্তর হয়। জানা গিয়েছে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল বিধায়ক বাড়িতে পৌঁছে যান সিআইডি আধিকারিকরা। জানা গিয়েছে, এদিন সিআইডি ৬ সদস্যের টিমে ছিলেন হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞরাও।

দুপুরে বিধায়কের বাড়িতে যখন সিআইডি আধিকারিকরা পৌঁছলেন, তখন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। জানা গিয়েছে, ইদের কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর ফের বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সিআইডি টিম পৌঁছে যায় তাঁর বাড়িতে। সে সময় তিনি বাড়িতে থাকায় শুরু হয় তদন্ত এবং গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, '৬ মে বিরোধী দলনেতা কে হবেন, তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মিটিং ছিল। সেই সময় দলের সিদ্ধান্তে ফর্ম্যাট রেডি করা হয়। সেখানে সই করেছিলাম। যা নয়নার আগের সইয়ের সাথে মিলছে না।' তিনি আরও জানান, "আমি পাঁচবারের বিধায়ক। ২০০১ সালে যখন প্রথম বিধায়ক হই, তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন আগে কখনও হতে হয়নি। আমি শোভন দাকে বিষয়টি জানিয়েছি। শোভনদার সঙ্গে কথা বলে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যাপাধ্যায়কে জানাব কি না ভেবে দেখছি।"জানা গিয়েছে, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্যান কার্ডও এদিন খতিয়ে দেখেন সিআইডি আধিকারিকরা।

সিনেমার খবর

জন আব্রাহামকে পরবর্তী জেমস বন্ড হিসেবে চান পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রীতি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের জেমস বন্ড চরিত্রে কে আসছেন, তা নিয়ে প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বজুড়ে সিনেমাপ্রেমীদের কাছে একটি বার্তা দেওয়া হয়েছিল। অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিও এক বিবৃতিতে জানায়, এই ব্লকবাস্টার সিনেমার পরবর্তী কিস্তি শুরু করতে নির্মাতারা অডিশন শুরু করেছেন।

এক্ষেত্রে তবে কেবল জেমস বন্ড নয়, সহশিল্পী খোঁজার কাজও শুরু করে দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করা হয়। ড্যানিয়েল ক্রেগকে সর্বশেষ ২০২১ সালের 'নো টাইম টু ডাই' ছবিতে আইকনিক জেমস বন্ড হিসেবে দেখা গিয়েছিল। ভ্যারাইটি-র তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পরবর্তী বন্ডের জন্য অডিশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রযোজকরা।স্টুডিওটিতে

ফ্রাঞ্চাইজির পরবর্তী ০০৭ খুঁজে বের করতে সাহায্য করার জন্য কাস্টিং-এর অসাধারণ বিশেষজ্ঞ নিনা গোল্ডকে নিয়োগ দিয়েছে। যার কাজের তালিকায় 'গেম অফ থ্রোনস', 'দ্য ক্রাউন' এবং 'স্টার ওয়ার্স'-এর মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা শুরু থেকেই সেরা প্রার্থী খুঁজে বের করার দৃঢ় সংকল্পের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এমন খবরের ছবিটির পরিচালক শেখর কাপুর এই ভূমিকার জন্য তার পছন্দের প্রার্থী হিসেবে ভারতের অ্যাকশন তারকা জন আব্রাহামকে ভোট দিয়েছেন। তিনি এক্সে পোস্ট লেখেন, পরবর্তী বন্ডের সন্ধান যখন জমে উঠেছে, তখন ড্যানিয়েল ক্রেগের পর পরবর্তী জেমস বন্ড হিসেবে আমার ভোট থাকবে জন আব্রাহামের পক্ষে। তার মধ্যে সেই শান্ত, 'শেকেন, নট স্টিয়ার্ড' ব্যক্তিত্ব রয়েছে এবং তিনি অবশ্যই বন্ড চার্মসহ একজন ভালো অভিনেতা।

প্রযোজকরা তার ছবি 'এলিজাবেথ'-এ ড্যানিয়েল ক্রেগকে দেখার পর জেমস বন্ড হিসেবে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল বলেও পোস্টে উল্লেখ করেন শেখর কাপুর।

এদিকে শেখর কাপুরের মন্তব্যের পর তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট করেছেন জন আব্রাহাম। তিনি এক্সে দেওয়ার পোস্টে বলেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনার কথা ও উৎসাহে আমি সত্যিই অভিভূত। এমন একজনের কাছ থেকে এই প্রশংসা, যিনি শুধু গল্প বলার ধারাকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেননি, বরং বিশ্ব ড্যানিয়েল ক্রেগের মধ্যে বন্ডকে চেনার আগেই তাকে চিনে ফেলার সহজাত প্রবৃত্তিও যার ছিল। এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। আর বন্ডের কথা বলতে গেলে, আমি আনন্দের সঙ্গেই আমার মার্টিনির অর্ডার অনুশীলন করা শুরু করে দেব। শেকেন, নট স্টিয়ার্ড।

বন্ড চলচ্চিত্রগুলোতে ড্যানিয়েল ক্রেগের বলা সবচেয়ে স্মরণীয় সংলাপগুলোর মধ্যে 'শেকেন, নট স্টিয়ার্ড' অন্যতম। বর্তমানে ভারতীয় সুপারস্টার জন আব্রাহাম 'ফোর্স ৩' এবং রোহিত শেঠির পরিচালনায় মুম্বাই পুলিশ অফিসার ও সাবেক পুলিশ কমিশনার রাকেশ মারিয়ার বায়োপিক নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

নিষিদ্ধ হয়েও 'ধুরন্ধর' পাকিস্তানে শীর্ষে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বক্স অফিসের রেকর্ড ভেঙে সাম্প্রতিক বছরগুলোর অন্যতম সেরা ভারতীয় ব্লকবাস্টার হিসেবে সাফল্য ধরে রেখেছে রণবীর সিং অভিনীত সিনেমা 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'। সিনেমাটি এখন দেখা যাচ্ছে ওটিটি, অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলোতেও। সেখানেও ধরে রেখেছে সাফল্যের ধারা।

১৪ মে নেটফ্লিক্স পাকিস্তানে মুক্তি পায় ধুরন্ধরের এই দ্বিতীয় কিস্তি। কিন্তু দাবি করা হচ্ছে, মুক্তির কয়েক মিনিটেই স্ট্রিমিংয়ে অতিরিক্ত চাপ পড়ে যাওয়ায় প্ল্যাটফর্মটির সার্ভার ক্রাশ করেছে। বলা চলে, স্পাই থ্রিলার এই সিনেমাটি তর তর করে দেশটিতে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক মাধ্যমে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরের দাবি, পাকিস্তানে ধুরন্ধর মুক্তি পাওয়ার সঙ্গেই ক্রাশ হয়ে গেছে। ঠিক যখন রাত ১২ টা বাজবে, তখনই যেন সকল দর্শক অপেক্ষা করছিলেন সিনেমাটি দেখার জন্য। সত্যি বলতে, পাকিস্তানিরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল মুক্তির জন্য। ধুরন্ধরের ক্রেজ হয়তো এখানেই।

সেই কনটেন্ট ক্রিয়েটর আরও যোগ করেন, রণবীর সিংয়ের চরিত্রটি কী নিয়ে, তা হয়তো পাকিস্তানিরা জানেন। লিয়ারিতে (করাচির এলাকা) আসলেই তেমন কিছু ঘটেছিল কি না, সেই সত্য-মিথ্যা বিবেচনার চেয়ে তারা সিনেমাটির নির্মাণশৈলী দেখাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, গত ১৯ মার্চ ভারত সহ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পায় রণবীর সিং অভিনীত এই স্পাই থ্রিলারের দ্বিতীয় কিস্তি, অর্থাৎ 'ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ'। এর আগে গত বছরের শেষের দিকে ধুরন্ধরের প্রথম কিস্তিতে 'পাকিস্তান-বিরোধী থিম' উঠে আসার অভিযোগে পাকিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে সিনেমাটি নিষিদ্ধ করা হয়।

অভিযোগ, পাকিস্তানকে এই ছবিতে নাকি সন্ত্রাসের সমর্থক রূপে দেখিয়েছেন পরিচালক আদিত্য ধর।

কানে আলিয়াকে ট্রোল, ক্ষোভ ঝাড়লেন সোনু সুদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আলিয়া ভাট এবার কান চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৬-এর রেড কার্পেটে হাজির হয়ে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছেন, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রোলিংয়ের শিকারও হয়েছেন। এক প্রসাধনী প্রতিষ্ঠানের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কানের মঞ্চে অংশ নেওয়া এই অভিনেত্রীর বিভিন্ন লুক ও পোশাক নিয়ে নেটিজেনদের একাংশ তীব্র সমালোচনা শুরু করে।

এমন পরিস্থিতিতে আলিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। ট্রোল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি দীর্ঘ পোস্ট শেয়ার করেন। যদিও সেখানে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ করেননি,

তবে পোস্টটি আলিয়াকে ট্রোল করা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই বলে মনে করা হচ্ছে।

সোনু সুদ লেখেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা গর্বের বিষয়। ক্যামেরা, শিরোনাম কিংবা অপরিচিত মানুষের স্বীকৃতির বাইরেও সাফল্য অর্জন সম্ভব। তিনি বলেন, এমন মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করাই বড় অর্জন। তাই ট্রোলিং বা অযথা সমালোচনার বদলে মানুষকে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

ট্রোলিং সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিনেতা আরও বলেন, যারা নিজের স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত থাকে, তারা অন্যকে টেনে নামানোর মানসিকতা পোষণ করে না। তাঁর ভাষায়, 'যাঁরা নিজের স্বপ্ন পূরণে ব্যস্ত থাকেন, অন্যের পা টেনে ধরার মতো সময় তাঁদের থাকে না।'

সোনু সুদের এই পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকেই তাঁর স্পষ্ট বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন। নেটিজেনদের একাংশের মতে, তারকাদের পোশাক বা উপস্থিতি নিয়ে মতামত থাকতেই পারে, তবে তা যেন ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ট্রোলিংয়ে রূপ না নেয়।

বৈভবের ঝড়ে ভাঙল গেইলের রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি আইপিএলে ব্যাট হাতে রীতিমতো ঝড় তুলেছেন বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একের পর এক রেকর্ড গড়ে আলোচনায় এই বাঁহাতি ওপেনার। এবার তিনি ভেঙে দিয়েছেন ক্রিস গেইলের ১৪ বছর পুরোনো ছক্কার রেকর্ডও। তবে নিজের রেকর্ড ভাঙায় মোটেও হতাশ নন টি-টোয়েন্টির কিংবদন্তি গেইল। বরং রাজস্থান রয়্যালসের তরুণ ব্যাটারকে 'নতুন ছক্কা মেশিন' বলে প্রশংসা করেছেন তিনি।

বুধবার নিউ চন্ডিগড়ে আইপিএলের এলিমিনেটর ম্যাচে বৈভবের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের শিকার হয় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। প্যাট কামিন্স ও ইশান মালিঙ্গার মতো বোলারদের ওপর চড়াও হয়ে ৫টি চার ও ১২টি ছক্কায় মাত্র ২৯ বলে ৯৭ রান করেন তিনি।

আউট হওয়ার ওভারে টানা আক্রমণে ২৮ বলেই ৯৭ রানে পৌঁছে গিয়েছিলেন বৈভব। সামনে ছিল গেইলের ৩০ বলে দ্রুততম আইপিএল সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার সুযোগ। কিন্তু পরের বলে আরও একটি ছক্কা মারতে গিয়ে ডিপ থার্ড ম্যানে ক্যাচ দেন এই বাঁহাতি ওপেনার।

সেঞ্চুরি না পেলেও ২৯ বলে ৯৭ রানের ইনিংসে একাধিক রেকর্ড গড়েছেন বৈভব। ম্যাচ চলাকালে তার কীর্তি নিয়ে সম্প্রচারিত দুটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন গেইল।

একটি স্টোরিতে বৈভবকে 'ইউনিভার্সাল বেবি বস' উল্লেখ করে গেইল লেখেন, 'তাণ্ডব বৈভব সূর্যবংশী! দুর্ভাগ্য (সেঞ্চুরি হয়নি)। তবে তুমি সেখানে ঠিকই পৌঁছে যাবে।'

আরেকটি স্টোরিতে তিনি লেখেন, 'অসাধারণ বৈভব সূর্যবংশী! নতুন ছক্কা মেশিন।'

গেইলের এই প্রশংসা মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রিকেটপ্রেমীরা 'ইউনিভার্স বস'-এর কাছ থেকে 'ইউনিভার্সাল বেবি বস'-এর এমন স্বীকৃতিকে বিশেষভাবে দেখছেন।

চলতি আসরে এখন পর্যন্ত ১৫ ইনিংসে ৬৫টি ছক্কা মেরেছেন বৈভব। এর মাধ্যমে ভেঙে গেছে ২০১২ সালের আইপিএলে গেইলের গড়া ৫৯ ছক্কার রেকর্ড। সে সময় ১৪ ইনিংসে ৪৫৬ বল খেলে ৫৯টি ছক্কা মেরেছিলেন গেইল। আর বৈভব ২৬৬ বল খেলেই ছুঁয়েছেন ৬৫ ছক্কার মাইলফলক।

এ ছাড়া আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে এক আসরে তিনটি ইনিংসে ১০ বা তার বেশি ছক্কা মেরেছেন তিনি। সব মিলিয়ে চারটি ইনিংসে অন্তত ১০টি ছক্কা রয়েছে তার, যা গেইলের রেকর্ডের সমান।

টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ১৫ ইনিংসে ২৪২ দশমিক ৮৫ স্ট্রাইক রেটে ৬৮০ রান করেছেন বৈভব। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে এক আসরে অন্তত ৬০০ রান করা ব্যাটারদের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট। এর আগে ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে ১৯২ দশমিক ২৮ স্ট্রাইক রেটে ৬২৩ রান করেছিলেন রাইলি রুশো।

বৈভবের ৬৮০ রানের মধ্যে ৪৯০ রানই এসেছে পাওয়ার প্লেতে। এটিও আইপিএলের নতুন রেকর্ড। এর আগে ২০১৬ সালে পাওয়ার প্লেতে ৪৬৭ রান করেছিলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে শিরোপা জেতানো ডেভিড ওয়ার্নার।

ফ্রান্সে জন্ম, তবু বিশ্বকাপে খেলবেন মরক্কোর জার্সিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২২ বিশ্বকাপে চমক দেখানো মরক্কো এবারও নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছে। বিশ্বকাপের আগে আফ্রিকার দেশটি দলে ভিড়িয়েছে ফ্রান্সে জন্ম নেওয়া তরুণ ফুটবলার আয়ুব বুয়াদিকে। ১৮ বছর বয়সি এই মিডফিল্ডার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফ্রান্সের বদলে মরক্কোর প্রতিনিধিত্ব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বর্তমানে তিনি ফরাসি ক্লাব লিল'র হয়ে খেলছেন। তাঁকে ফরাসি ফুটবলের অন্যতম প্রতিভাবান তরুণ হিসেবে ধরা হয়। গত তিন মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৯০টির বেশি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। মাত্র ১৬ বছর ৩ দিন বয়সে ইউরোপীয় ক্লাব প্রতিযোগিতায় অভিষেক করে ইতিহাসও গড়েছিলেন এই মিডফিল্ডার।

বয়সভিত্তিক পর্যায়ে ফ্রান্স অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে খেলেছেন আয়ুব বুয়াদি। সম্প্রতি লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই ম্যাচে দলকে নেতৃত্বও দেন তিনি। তবে সিনিয়র পর্যায়ে খেলতে তিনি বেছে নিয়েছেন মরক্কোকে।

তার জাতীয়তা পরিবর্তনের আবেদন ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছে ফিফা। শুক্রবার মরক্কোর ফুটবল ফেডারেশন জানায়, ফিফার প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস চেম্বার তাদের আবেদন মঞ্জুর করেছে। ফলে এখন থেকে সব আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় মরক্কোর হয়ে খেলতে পারবেন তিনি।

দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ফুটবলারদের দলে টানার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সফল হয়েছে মরক্কো। এর আগে ইসা দিয়প ও রায়ানে বুনিদাকেও দলে ভিড়িয়েছে দেশটি।

মরক্কো ২০২২ বিশ্বকাপে প্রথম আফ্রিকান দল হিসেবে সেমিফাইনালে উঠেছিল। এবার বিশ্বকাপে তারা রয়েছে গ্রুপ 'সি'-তে, যেখানে প্রতিপক্ষ হিসেবে আছে ব্রাজিল, স্কটল্যান্ড ও হাইতি। ফলে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়তে যাচ্ছে মরক্কো।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR